SEEP

Protection Against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Policy

নীতিমালাটি সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত।

অনুমোদনের তারিখ: ৩ জুলাই ২০২০
কার্যকর হবার তারিখ: ৩ জুলাই ২০২০
সর্বশেষ সংশোধনের তারিখ: ৩ জুলাই ২০২০

১. নীতিমালার উদ্দেশ্য

সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম- সিপ তার সকল কর্মীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করছে। যার নাম যৌন নিগ্রহ ও শোষণ প্রতিরোধে সুরক্ষা নীতিমালা। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংস্থার ভেতরে এবং বাইরে স্টেকহোল্ডার, প্রকল্প অংশগ্রহণকারী ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে যৌন নিগ্রহ ও শোষণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। এই নীতিমালার মাধ্যমে সংস্থার সকল কর্মী যে কোনো ধরণের হয়রানি, শোষণ, নিগ্রহ এবং/অথবা অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকবেন। নীতিমালার কোনো ধরণের ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন হলে (অপরাধের মাত্রা বিবেচনায়) কর্মীর ওপর ছোটাখাট বিভাগীয় শাস্তি থেকে শুরু করে বরখাস্ত, আজীবন নিষিদ্ধ অথবা অন্য যে কোনো গুরুতর শাস্তি অথবা জরিমানার বিধান প্রয়োগ করা হবে।

সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরুরি মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন মেয়াদী কর্মসূচি বা প্রকল্পের মান নিশ্চিত করাও এই নীতিমালার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এছাড়াও সিপ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ডসমূহ বিশেষভাবে-

1. Code of for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief,
2. UN's Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse,
3. The Inter-Agency Standing Committee (IASC) Task Force on Protection from Sexual Abuse and Exploitation in 2002 outlined the six core principles,
4. Start Fund Bangladesh's Mechanism for Accountability to the Affected Population in rapid response (MAAP) guideline, এবং
5. Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) of SPHERE Handbook এ বর্ণিত মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করে।

২. নীতিমালার প্রয়োগ

২.১ নীতিমালাটি সংস্থার সমস্ত প্রকল্প কার্যালয় বা প্রকল্পের শাখা কার্যালয়ের ওপর বলবৎ হবে এবং এই নীতিমালা মেনে চলবে।
২.২ সংস্থা পরিচালিত যে কোনো প্রকল্পের পাশাপাশি মানবিক সহায়তা প্রকল্পের জন্য বিশেষভাবে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োজিত থাকবেন যিনি এই নীতিমালার প্রয়োগ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, রিপোর্টিং এবং নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য কাজ করবেন, অথবা সংস্থা প্রয়োজনে ভিন্ন যেকোনো কর্মীকে এ কাজে নিয়োজিত করতে পারবেন।
২.৩ সংস্থার নির্বাহীগণ এই নীতিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান করবেন।
২.৪ এই নীতিমালা সংস্থায় নিয়োজিত বেতনভুক্ত অথবা অবৈতনিক, স্থায়ী- অস্থায়ী যে কোনো কর্মী, নির্বাহী ও সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ, স্থায়ী ও অস্থায়ী কনসালটেন্ট, ভেন্ডর বা সরবরাহকারী, চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি, অংশীদার সংস্থার কর্মীবৃন্দ প্রত্যেকের ওপর প্রযোজ্য হবে।

৩. কর্মীদের আচরণবিধিতে বর্ণিত পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা

৩.১ কর্মী: 'কর্মী' বলতে সংস্থার সকল পর্যায়ের বেতনভুক্ত ও অবৈতনিক কিন্তু চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী, কর্মকর্তা, কনসালটেন্ট, উপদেষ্টা, সরবরাহকারী, ভলান্টিয়ার, অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী প্রত্যেককে বুঝাবে।

৩.২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অথবা নির্বাহী পরিচালকের মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে নিয়োজিত বা অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী যে কোনো কর্মী।

৩.৩ আপিল কর্তৃপক্ষ: 'আপিল কর্তৃপক্ষ' অর্থ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অথবা নির্বাহী পরিচালক মনোনীত যে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার।

৩.৮ 'সংস্থা' বলতে সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম- সিপ কে বোঝাবে।

৩.৯ 'যৌন নিগ্রহ ও শোষণ' শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক যে কারও বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারে। এটি ভিন্ন জেন্ডার অথবা সম জেন্ডারের দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যেও ঘটতে পারে। যে পরিস্থিতিসমূহ এর অন্তর্গত তা হলো- যৌন নিগ্রহ ও শোষণ, যৌন হয়রানি, শিশুর প্রতি যৌন নিগ্রহ ও শোষণ, যৌনকর্মে নিয়োজিত নারী-পুরুষের প্রতি যৌন শোষণ, শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যৌন শোষণমূলক ছবি ধারণ, নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন, বিতরণ, সংরক্ষণ অথবা প্রচার ইত্যাদি।

৪. নীতিমালার মৌলিক বিধিসমূহ

সংস্থার প্রধান কার্যালয় এবং এর আওতাধীন ও অধীনস্থ প্রতিটি ইউনিট বা প্রকল্প অফিসসমূহের কর্মীগণ নিচের বিধিসমূহ মেনে চলবেন-

৪.১ সিপ জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা, নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য বিলোপে জাতিসংঘের কনভেনশন এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণার প্রতি সংহতি প্রকাশ করে। জাতিসংঘের এসব ঘোষণার প্রতি সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে সংস্থার ভেতরে ও বাইরে সর্বাবস্থায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সবার সুরক্ষায় 'যৌন নিগ্রহ ও শোষণ প্রতিরোধে সুরক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.২ ক্ষমতার অপব্যবহার করে যৌন নিগ্রহ ও শোষণ বন্ধ করা এই নীতিমালার উদ্দেশ্য। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী, কমিউনিটির সাধারণ মানুষ অথবা অধস্তন কর্মীর দারিদ্র, অসহায়ত্ব, আর্থ- সামাজিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে অথবা বিপদাপন্নতাকে পুঁজি করে যেন কোনো অন্যায় সংঘটিত না হয় সে জন্য এই নীতিমালা একটি সুরক্ষা কবচ। যে কোনো প্রকার যৌন নিগ্রহ ও শোষণের কারণে কর্মীর শরীর ও মনে নেতিবাচক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কর্তৃপক্ষ অথবা ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তি যখন অধস্তন কোনো কর্মীর ওপর এমন আচরণের মাধ্যমে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেন তখন বিষয়টি অনেক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

৪.৩ সিপ মনে করে, যে কমিউনিটির মানুষের জন্য সিপ কাজ করে তারা সিপ- এর কর্মীবাহিনী শতভাগ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করবে এমন প্রত্যাশা করে। কমিউনিটির মানুষের আরও প্রত্যাশা হচ্ছে- সিপ- এর কর্মীরা তাদের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের কখনোই যৌন নিগ্রহ ও শোষণের শিকার করবে না। কমিউনিটির মানুষের প্রত্যাশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও এই নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪.৪ সংস্থায় যৌন নিগ্রহ ও শোষণমূলক যে কোনো আচরণ কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব আচরণের ব্যাপারে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গৃহীত হবে। সংস্থায় যৌন নিগ্রহ ও শোষণমূলক অভিযোগ পাওয়া মাত্রই সকল তদন্ত, প্রক্রিয়া ও নীতিমালায় প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে।

৪.৫ সংস্থায় যৌন নিগ্রহ ও শোষণমূলক আচরণ প্রতিরোধে এ সংক্রান্ত নীতিমালার সার্বক্ষণিক প্রয়োগ, বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ, তদন্ত, রিপোর্টিং, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং ও সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

৫. মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে সংস্থার মৌলিক অনুসিদ্ধান্ত

৫.১ মানবিক সহায়তা প্রাপ্তি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অধিকার। মানবিক সহায়তা প্রদান কোনোভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট, দলীয় ও রাজনৈতিক হতে পারে না। মানবিক সহায়তার মূল উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করা। এই প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি কোনোপ্রকার বৈষম্য করা যাবে না।

৫.২ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জাত, গোত্র, বংশ, বর্ণ, জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বৈষম্যমূলকভাবে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি পরিচালিত হতে পারে না। অগ্রাধিকার নির্ধারণে কেবল বিপদাপন্নতা, চাহিদা, সংকট অথবা সাহায্যের ঘাটতি বিবেচিত হবে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ এবং স্থানীয় সক্ষমতার বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.৩ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় অবস্থান থেকে মানবিক সহায়তা বিতরণ ও ব্যবহার করা হবে না। মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে কোনো লুকোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এজেন্ডা থাকবে না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের চাহিদা মেটানো ও দুর্ভোগ লাঘব প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হবে।

৫.৪ কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের বৈদেশিক পলিসির সহায়ক হিসেবে সংস্থার কোনো কর্মসূচি পরিচালিত হবে না। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সংস্থার কোনো কর্মী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধনে অথবা রাষ্ট্রের জন্য সংবেদনশীল তথ্য পাচার অথবা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে কোনোভাবেই যুক্ত হতে পারবেন না। এগুলোর বাইরে গবেষণাকাজ পরিচালনার স্বার্থে অথবা সদুদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য বিদেশি সাহায্য সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাপূর্বক পাঠানো যেতে পারে।

৫.৫ মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসহ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রথার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

৫.৬ দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। যেখানে সম্ভব সেখানে, স্থানীয় প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে সহযোগিতার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিযুক্ত করা, স্থানীয় পণ্য ক্রয় ও স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্রয়- বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। স্থানীয় সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হবে।

৫.৭ দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাউকে যুক্ত করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে। সাড়াপ্রদান কর্মসূচি কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে কর্মসূচি ডিজাইন, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে যুক্ত করা হবে।

৫.৮ প্রদত্ত মানবিক সহায়তা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা কমাতে সাহায্য করবে। মৌলিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আসন্ন বিপদাপন্নতার ক্ষতি থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। এছাড়াও প্রদত্ত মানবিক সহায়তা যেন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে টেকসই জীবনলাভে সাহায্য

করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। প্রদত্ত সহায়তা যেন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে বাইরের সাহায্যের প্রতি দীর্ঘমেয়াদে নির্ভরশীল করে না তোলে সেদিকে নজর রাখা হবে।

৫.৯ সিপ যাদের থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করে এবং যেখান থেকে অর্থ ও কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করে তাদের প্রতি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। সম্পদের অপচয় কমিয়ে পরিপূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবে।

৫.১০ সব ধরনের তথ্য প্রচার ও প্রচারণায় দুর্যোগকবলিত মানুষের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে। শুধু আতঙ্ক বা বিপদাপন্নতা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সক্ষমতা, প্রচেষ্টা, উদ্যোগকেও তুলে ধরা হবে।

৬. যৌন নিগ্রহ ও শোষণ বিলোপে সংস্থার কর্মীদের কাম্য আচরণসমূহ

৬.১ সংস্থার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রত্যেক কর্মী প্রতিটি নীতিমালা আচরণবিধি সর্বাবস্থায় মেনে চলবেন।
৬.২ এই নীতিমালার প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ, সহায়ক ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন নীতিমালার বাস্তবায়ন সহজ হয় এবং প্রত্যেকে যৌন নিগ্রহ ও শোষণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারেন।
৬.৩ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে সরকারি সকল বিধিবিধান ও আইন মেনে চলবেন।
৬.৪ সংস্থার কর্মীরা যৌন নিগ্রহ ও শোষণের সংবেদনশীলতার প্রতি সচেতন ও সতর্ক থাকবেন।
৬.৫ সংস্থার কর্মীরা অন্য সহকর্মীর প্রতি এমন আচরণ করবেন না যা শোষণমূলক অথবা এমন আচরণ করবেন না যা শোষণমূলক বলে প্রতীয়মাণ হতে পারে।
৬.৬ সংস্থার সংশ্লিষ্ট আচরণবিধি ও নীতিমালা পড়বেন এবং এতে বর্ণিত কর্মীদের কাম্য আচরণসমূহ পালন করবেন।
৬.৭ এই নীতিমালার কোনো লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে, সন্দেহ তৈরি হলে অথবা অভিযোগ আসলে তাৎক্ষণিকভাবে সিপ- এর জেন্ডার ফোকাল অথবা যৌন নিগ্রহ ও শোষণ প্রতিরোধে গঠিত কমিটি কাছে রিপোর্ট করবেন।

উপরোক্ত কাম্য আচরণের বাইরে সংস্থার কর্মীরা আরও কিছু আচরণ পালন করবেন-

৬.৮ প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্যের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না।
৬.৯ সংস্থার কোনো কর্মী অন্য কর্মীর সাথে বৈধ কোনো সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে চাইলে তা অবশ্যই নির্বাহী পরিচালক অথবা যৌন নিগ্রহ ও শোষণ প্রতিরোধে গঠিত কমিটিকে অবহিত করতে হবে। তাদের অনুমোদন সাপেক্ষে সামাজিক রীতিনীতি ও আইন মেনে বৈধ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে সংস্থার কর্মীরা আরও কিছু আচরণ পালন করবেন-

৬.১০ কর্মসূচি চলাকালীন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্যের সাথে বৈধ- অবৈধ কোনো প্রকার যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কর্মসূচির আগে বা পরেও এমন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে যা কর্মসূচির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়।
৬.১১ শিশুর সাথে সবধরনের যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ধরনের আচরণ গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সংস্থার কর্মীদের জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণবিধিসমূহ -

৬.১২ শিশুর (১৮ বছরের নিচে প্রত্যেকে শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে) সাথে যে কোনো ধরণের যৌনতা আচরণবিধির লঙ্ঘন বলে পরিগণিত হবে। স্থানীয় সংস্কৃতিতে যা-ই থাকুক না কেন ১৮ বছরের নিচে যে কোনো ব্যক্তির সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপ পারস্পারিক সম্মতির মাধ্যমে হলেও তা শাস্তিযোগ্য। শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারণা অথবা ভুল করে শিশুকে ১৮ বছরের বেশি মনে করে যৌন ক্রিয়াকলাপ করা হলেও তা অগ্রহণযোগ্য হবে এবং এই ভুল বা অসতর্কতা কোনোভাবেই শাস্তির মাত্রা কমাবে না।

৬.১৩ খাদ্য, অর্থ অথবা অন্য যে কোনো সাহায্য দেওয়ার বিনিময়ে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সুবিধা লাভের যে কোনো প্রচেষ্টা শাস্তিযোগ্য।

৬.১৪ নিজের অথবা অন্যের জন্য যৌন সেবা সরবরাহের জন্য অথবা সংগ্রহের জন্য শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহার করা আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন।

৬.১৫ সংস্থা অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আছে এমন এলাকা, যৌনকর্মীদের অবস্থানস্থল অথবা পতিতালয়, অথবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্য অথবা যৌনকর্মীর সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থ বিনিময়, কাজ বা চাকরির সুযোগ দেওয়া অথবা অন্য কোনো জিনিস বা সেবা দেওয়া আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে। স্থানীয়ভাবে বৈধ হলেও যৌনকর্মীর সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ।

৬.১৬ সংস্থার কর্মী এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী অথবা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সদস্যর মধ্যে কোনো প্রকার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। প্রকল্প চলাকালীন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য সামাজিক রীতিনীতি মেনে সংস্থার কোনো কর্মীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলেও সংস্থা তা নিরুৎসাহিত করবে। সংস্থার কোনো কর্মী মানবিক সহায়তা গ্রহণকারী অথবা প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে যৌন সম্পর্ক (সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য) স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে কোনোরূপ প্রস্তাব, ইঙ্গিত, প্রেম নিবেদন বা অন্য কোনোভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবেন না।

৬.১৭ সংস্থার প্রত্যেক কর্মী তার সহকর্মী অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থার কোনো কর্মীর নিকট থেকে যৌন হয়রানি অথবা যৌন নিগ্রহের শিকার হলে বিদ্যমান অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি অনুযায়ী অবশ্যই রিপোর্ট করবেন।

৬.১৮ সংস্থার প্রতিটি কর্মী তার কর্মস্থলে যৌন হয়রানি বা যৌন নিগ্রহ ও শোষন বিরোধী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। সংস্থার নির্বাহীগণ আচরণবিধি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সিস্টেম তৈরি করবেন।

৬.১৯ সংস্থার কোনো কর্মী, প্রভাব বা সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে যৌনকর্মীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন অথবা অন্য কর্মীর জন্য যৌনকর্মী সরবরাহে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। তৃতীয় কোনো পক্ষের জন্য যৌনকর্মী সংগ্রহের জন্য সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা অন্য যে কোনো আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম ব্যবহার করা দন্ডনীয়।

৬.২০ সংস্থার মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ক্যামেরা অথবা অন্য কোনো প্রযুক্তি পণ্যের মাধ্যমে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো ব্যক্তিকে হয়রানি করা, যৌন নিগ্রহ ও শোষণমূলক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করা বা সহযোগিতা করা অথবা মর্যাদাহানিকর বা অশ্লীল তথ্য, ছবি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি সংস্থার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, প্রচার করা।

৭. নীতিমালার লঙ্ঘন হলে কর্মীর প্রতি শাস্তির বিধানসমূহ

এই নীতিমালার সম্পূর্ণ বা আংশিক লঙ্ঘন, নীতিমালা মেনে চলতে অস্বীকৃতি অথবা স্ব স্ব অফিসে নীতিমালার প্রয়োগ না রাখা অথবা যে কোনো অবহেলায় (অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী) বিভিন্ন ধরণের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। যে ধরণের শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে তা হলো-

১. আইন- শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ।
২. সংস্থার যৌন নিগ্রহ ও শোষণমূলক আচরণ প্রতিরোধে গঠিত কমিটির পক্ষ থেকে তদন্ত পরিচালনা ও শাস্তি, পদাবনতি, বদলি বা জরিমানার সিদ্ধান্ত।
৩. চাকরি থেকে অব্যহতি।
৪. চাকরি স্থগিত রেখে তদন্ত পরিচালনা।
৫. কর্মীর আচরণ ও পেশাদারিত্ব সম্পর্কিত গোপন প্রতিবেদন তৈরি ও পর্যালোচনা।
৬. আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্ক করা এবং মনিটরিংয়ের আওয়ায় রাখা।
৭. ক্ষতিপূরণ সহ বরখাস্ত অথবা চুক্তি বাতিল।
৮. ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত অথবা চুক্তি বাতিল।
৯. সংস্থায় আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা।
১০. অপরাধী কর্মীর প্রত্যয়ন পত্র বা অভিজ্ঞতার সনদ না দেওয়া।

৮. যৌন নিগ্রহ ও শোষণের শিকার কর্মীর দায়িত্ব

যৌন নিগ্রহ ও শোষণের শিকার হওয়ামাত্র কর্মীর দায়িত্ব হচ্ছে সংস্থার জেন্ডার ফোকাল অথবা যৌন নিগ্রহ ও শোষণমূলক আচরণ প্রতিরোধে গঠিত কমিটিকে লিখিতভাবে (লিখিতভাবে সম্ভব না হলে মৌখিক বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে) অবহিত করা। তবে অভিযোগ দাখিল বা তদন্তের আবেদন করা হলে অবশ্যই পর্যাপ্ত তথ্য- প্রমাণ ও সাক্ষী থাকতে হবে। নতুবা, কোনো কর্মী অন্য কর্মীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে যৌন হয়রানির মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করলে অথবা তদন্তে অভিযোগের সত্যতা না পাওয়া গেলে অসত্য অভিযোগকারীও শাস্তির মুখোমুখি হবেন। এক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে শাস্তি পেতেন অভিযোগ অসত্য হলে মিথ্যা অভিযোগকারীরও ঠিক সেই পরিমাণ শাস্তি হবে। কোনো কারণে অভিযোগের তথ্য- প্রমাণের ঘাটতি থাকলে বা অভিযোগকারী সাক্ষ্য- প্রমাণ সরবরাহ করতে অসমর্থ হলে (শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অথবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্য)কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবং তথ্য- প্রমাণের ঘাটতি থাকলেও অভিযোগ সত্য প্রতীয়মান হলে প্রযোজ্য শাস্তির বিধান প্রয়োগ করবেন। ক্ষেত্রবিশেষে গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং তদন্ত কমিটিকে সহায়তা করা অভিযোগকারীর দায়িত্ব।

৯. কর্মী নিয়োগ ও নিযুক্ত কর্মীর পেশাদারিত্বের পর্যালোচনা

সিপ এমন কোনো কর্মীকে নিয়োগ দেবে না বা এমন কোনো অপরাধী (অন্য সংস্থায়) ব্যক্তিকে সংস্থায় যুক্ত করবে না যে বা যারা শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তির প্রতি হুমকি হতে পারেন। এ জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে যা করা যেতে পারে তা হলো -

১. পূর্বের কর্মস্থলের সাথে যোগাযোগ অথবা রেফারেন্স চেক করার মাধ্যমে কর্মীর পেশাদারিত্ব, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া।
২. অধিকতর নিরাপত্তার স্বার্থে যৌন নিগ্রহ ও শোষণের সাথে যুক্ত নন এমন প্রত্যয়ন পত্র তলব করা।
৩. নিযুক্ত কর্মীর এইচআর ফাইলে যৌন নিগ্রহ ও শোষণ সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত রিপোর্ট সংযোজন করা।
৪. সকল চুক্তিপত্র, নিয়োগপত্র, বা দায়িত্ব অর্পণের পত্রে যৌন নিগ্রহ ও শোষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে চলা বাধ্যতামূলক করার অনুচ্ছেদ যুক্ত করা এবং এই নীতিমালা লঙ্ঘন করা হলে সম্ভাব্য শাস্তির বিষয়ে অবহিত করা।

১০. যৌন নিগ্রহ ও শোষণের ঘটনার রিপোর্টিং, অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত

১০.১ আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রাপ্তির পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত কমিটি তদন্ত পরিচালনা করবেন। তদন্তের প্রয়োজনে নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনক্রমে আর ৭ কর্মদিবস গ্রহণ করা যেতে পারে। তদন্ত কমিটি নির্বাহী পরিচালকের বরাবরে সুপারিশসহ একটি লিখিত তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করবেন। নির্বাহী পরিচালক তদন্ত কমিটির সাথে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং অফিস অর্ডারের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তদন্তের ফলাফল অবহিত করবেন।

১০.২ অফিস অর্ডার অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্তকে তদন্তের ফলাফল অবহিত করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ৭ দিনের মধ্যে শো- কজের জবাব দেবেন অথবা ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত পর্যালোচনার জন্য আপিল করতে পারবেন।

১০.৩ আপিল আবেদন গ্রহনের ৭ কর্মদিবসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সকল পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

১০.৪ সংস্থার প্রধান নির্বাহী অথবা যৌন নিগ্রহ ও শোষণ প্রতিরোধে গঠিত কমিটির কোনো সদস্যের প্রতি যদি কোনো অভিযোগ উত্থিত হয় তখন সংস্থার নির্বাহী কমিটি তদন্ত পরিচালনা করবেন।

১০.৫ যৌন নিগ্রহ ও শোষণের শিকার যে কোনো কর্মী তা অব্যবহিত সিনিয়র কর্মী, নির্বাহী পরিচালক, জেন্ডার ফোকাল পারসন অথবা যৌন নিগ্রহ ও শোষন প্রতিরোধে গঠিত কমিটির সদস্যদের যে কাউকে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

১০.৬ তদন্ত পরিচালনায় অবশ্যই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গোপনীয়তার নীতি, পক্ষপাতহীনতা, বৈষম্যহীনতা, সমঅধিকার, পারস্পারিক মর্যাদা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে। কমিটির সদস্যদের পক্ষপাতদুষ্টতা ও বৈষম্য প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০.৭ ফৌজদারি অপরাধের অন্তর্গত হলে তদন্ত কমিটি অথবা সংস্থার প্রধান নির্বাহী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করতে পারেন অথবা সোপর্দ করতে পারেন।

১১. যৌন নিগ্রহ ও শোষণের শিকার ব্যক্তির প্রতি সহযোগিতা

যৌন নিগ্রহ ও শোষণের শিকার যে কোনো কর্মীর প্রতি সিপ সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করবে এবং তার সুরক্ষায় স্বপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আক্রান্ত কর্মী বা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা শিশুর জন্য সম্ভব হলে ক্ষতিপূরণ অথবা অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করবে। একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো শিশুর সুরক্ষার জন্য কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ওই শিশুকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে অথবা তার জন্য সবচেয়ে সঠিক ও কল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. আপিল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা

ক্রম	ইউনিট/দপ্তর	আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও পদবি	মোবাইল ও ইমেইল	ঠিকানা
১	প্রধান কার্যালয়	মো. ফজলুল হক চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক	seepchildrights@yahoo.com	মিরপুর

ক্রম	ইউনিট/দপ্তর	কমিটির সদস্যর নাম ও পদবি	মোবাইল ও ইমেইল	ঠিকানা
১	প্রয়াস- ২ প্রকল্প		seepchildrights@yahoo.com	মিরপুর

১৩. নীতিমালার সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিসমূহ

- International Bill of Human Rights
- The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
- The UN Convention on the Rights of the Child
- UNSC Resolution 1325: Women, peace and security (WPS)
- SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls

১৪. নীতিমালার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও নীতিসমূহ

- SEEP Staff Code of Conduct
- SEEP Child Protection Policy
- SEEP Gender Policy
- SEEP Volunteer Policy
- SEEP HR Policy
- SEEP CLO Policy
- SEEP Emergency Preparedness Policy

১৫. পরিশিষ্টসমূহ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র

IASC suggested Staff Code of Conduct in terms of PSEA; available at-

https://reliefweb.int/report/world/protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-inter-agency-cooperation-community-based

Sphere Handbook 2018 is available at -

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf

The Code of for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief-

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf

SPHERE হ্যান্ডবুক পাওয়া যাবে নিচের লিংকে-

https://www.spherestandards.org/handbook/editions/

কোর হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বইটি ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ভিজিট করুন-

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf

কোর হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বইটির বাংলা ভার্শন ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ভিজিট করুন-

http://www.spherebangladesh.com/files/Sphere_Handbook_2011_Bangla.pdf?fbclid=IwAR1Yn0h3xew46T5rBJR0K4i1lU0AmqRyJvt3zO0klaAGLHBte7OAWAFBq74

স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ প্রণীত মেকানিজম অব অ্যাকাউন্টিবিলিটি টু অ্যাফেকটেড কমিউনিটি (ম্যাপ) রিপোর্ট ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ভিজিট করুন-

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/maap_report_updated_26_february.pdf

Protection against Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) of AVI that is available at -

https://www.australianvolunteers.com/assets/Uploads/ResourceFiles/09c9a5056f/Prevention-of-Sexual-Exploitaton-and-Abuse-PSEA-Policy-FINAL-September-2018.pdf

(স্বাক্ষর)
নির্বাহী পরিচালক
সিপ

সমাপ্ত।